গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
অডিট শাখা
www.tmed.gov.bd

নং-৫৭.০০.০০০০.০৬৬.০১.১৩৬.১৫-৭০

তারিখ: ২১ ফাল্গুন, ১৪২৬ ব.
০৫ মার্চ, ২০১৯ খ্রি.

বিষয় : যশোর জেলার অভয়নগর থানাধীন জিয়াডাংগা আহমাদিয়া দাখিল মাদ্রাসার সুপার মাওলানা শাহাদাৎ হোসেন, সহকারী সুপার রেজাউল ইসলাম এবং সহকারী মৌলভী মো: নিছার উদ্দিন আল আযাদ এর অনিয়ম/দুর্নীতির অভিযোগ বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রমের তথ্যাদি TMED-তে প্রেরণ।

সূত্র: ১। টিএমইডি এর অডিট শাখার স্মারক নং-৫৭.০০.০০০০.০৬৬.০১.১৩৬.১৫-৪৩, তারিখ: ২৩.০৪.২০১৯ খ্রি:।
২। জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, যশোর এর স্মারক নং-০৫.৪৪.৪১০০.০০৮.০১.০০৭.১৬.১০২৯, তারিখ: ২৮.১০.২০১৯।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোস্থ ০১ নং স্মারকের মাধ্যমে জানানো যাচ্ছে যে, যশোর জেলার অভয়নগর থানাধীন জিয়াডাঙ্গা আহমাদিয়া দাখিল মাদ্রাসার সুপার মাওলানা শাহাদাৎ হোসেন, সহকারী সুপার জনাব রেজাউল ইসলাম এবং সহকারী মৌলভী জনাব মো: নিছারউদ্দিন আল আযাদ এর অনিয়ম/দুর্নীতি/টাকা আত্মসাৎ এর বিষয়ে জনাব আমজাদ হোসেন, গ্রাম-জিয়াডাঙ্গা, ডাক: মাগুরাহাট, উপজেলা-অভয়নগর, জেলা-যশোর কর্তৃক অভিযোগ দাখিল করায় উক্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতে বিষয়টি সরেজমিনে তদন্ত করত: প্রতিবেদন প্রেরণ করার জন্য জেলা প্রশাসক, যশোর-কে টিএমইডি থেকে অনুরোধ করা হয়েছিল।

০২. তদপ্রেক্ষিতে, সূত্রোস্থ ০২ নং স্মারকের মাধ্যমে জেলা প্রশাসক, যশোর জানান যে, জিয়াডাংগা আহমদিয়া দাখিল মাদ্রাসার সুপারসহ অন্যান্যদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিষয়ে জেলা শিক্ষা অফিসার তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন প্রেরণ করেছেন এবং প্রাপ্ত প্রতিবেদনের সাথে জেলা প্রশাসক, যশোর একমত পোষণ করেছেন।

০৩. এক্ষণে, নিম্নে ছকের মাধ্যমে তদন্তের তথ্য তুলে ধরা হলো:

ক্রমিক নং	অভিযোগকারীর বক্তব্য	তদন্তকারী কর্মকর্তা জনাব মো: আব্বাস উদ্দীন (সহকারী জেলা শিক্ষা অফিসার, যশোর) এর জবাব	টিএমইডি এর নির্দেশনা/প্রস্তাবনা
১	২	৩	৪
০১.	১৯৯৬ সাল থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত কয়েক হাজার ছাত্র/ছাত্রীর নিকট থেকে নীতি বহির্ভূতভাবে ৫,০০,০০০/-(পাঁচ লক্ষ) এর অধিক টাকা গ্রহণ যা গ্রামবাসি কর্তৃক অডিট কমিটি-১) মৃত এড সাখাওয়াত হোসেন, ২) মৃত মাও আনছার আলী, ৩) মো: লুৎফর রহমান, ৪) মাও. সরোয়ার হোসেন, ৫) মো: আতিয়ার রহমান এবং ৬) মো: কামরুজ্জামান এর প্রতিবেদন সহকারী সুপার মাও: রেজাউল ইসলামের গচ্ছিত আছে এবং ২০০২ সালে ১৫০/- টাকার ষ্ট্যাম্পের উপর ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকার ডিড সংযুক্ত। (১০৯-১১০)	উক্ত অভিযোগের বিষয়ে সুপার মাও: শাহাদাৎ হোসেন, সহকারী সুপার রেজাউর ইসলাম, মো: আতিয়ার রহমান, মো: ইউসুফ আলী বিশ্বাস, মো: আ: সাত্তার মোল্যা, মাও: সরোয়ার হোসেন এবং নুর মোহাম্মদ গাজী তাদের লিখিত বক্তব্যে জানান উক্ত অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। আরও উল্লেখ করেন প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে প্রতিষ্ঠানের নামীয় সম্পত্তি ক্রয়কে কেন্দ্র করিয়া স্থানীয় এবং প্রতিষ্ঠানের শুভাকাঙ্খী কিছু লোকজনের সাময়িক ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়, বর্ণনাকারীগণসহ এলাকার গণ্যমান্য মধ্যস্থতায় তার নিরসন হয় এবং পর্যায়ক্রমে ৭৫ শতাংশ জমি প্রতিষ্ঠানের নামে খরিদ করা হয় এবং তৎপরবর্তীকালে ৩১/১২/২০০৩ স্বীকৃতি প্রাপ্ত হইয়া মে ২০০৪ সালে সরকারি বেতনভাতা প্রাপ্ত হয় (এমপিও)। ২০১৪ সালে মাদ্রাসাটি (সেকায়েফ) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অভয়নগর উপজেলার সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রাতিষ্ঠানিক কৃতিত্ব সনদ লাভ করে।	অভিযোগের বিষয়ে কোন সত্যতা না পাওয়ায় তদন্তকারী কর্মকর্তার মন্তব্য অনুযায়ী অভিযোগ হতে অব্যাহতি দেয়া হলো।
০২.	নাশকতার মামলায় ২ মাস জেল হাজতে থাকায় পরবর্তীতে কমিটির কথা উপেক্ষা করে অবৈধভাবে টাকা উত্তোলন ও মাদ্রাসায় আগমন প্রস্থান অনিয়ম, না এসে যত তত্র স্বাক্ষর করা।	সুপার সাহেব নাশকতা মামলায় গ্রেপ্তার হলেও তিনি জামিনে মুক্ত হন এবং বিধি মোতাবেক কমিটির মাধ্যমে যোগদান করেন (ইনফরমেশন স্লিপ সংযুক্ত)। ৮৩	ঐ
০৩.	প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে অত্র মাদ্রাসার সবগুলো শিক্ষকের নিকট থেকে নিয়োগ প্রদান বাবদ অবৈধভাবে কমিটিকে না বলে লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করেছে। যার হিসাব আজ পর্যন্ত কাউকে দেয়নি।	প্রতিষ্ঠানের সকল শিক্ষকের পৃথক পৃথকভাবে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয় এবং সকলেই লিখিত বক্তব্যে লক্ষ লক্ষ টাকা প্রদানের বিষয়টি অস্বীকার করেছেন (সংযুক্ত)। সুতরাং লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করেছে তা সঠিক নয়।	ঐ
০৪.	দুর্নীতিবাজ সুপার উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে নিজস্ব স্বার্থ সিদ্ধির জন্য কয়েকজন প্রতিষ্ঠাতা ও দাতা সদস্য কাউকে অবহিত না করে পূর্বের থেকে তালিকা ভূক্ত করে রেখেছে।	শিক্ষকমন্ডলী, সভাপতি ও সুপারের মৌখিক ও লিখিত বক্তব্যে জানা যায় অভিযোগকারী প্রতিষ্ঠানের কোন বিসয় সঠিকভাবে জানেন না এবং প্রতিষ্ঠানের কোন পদে তিনি কখনও ছিলেন না। সকল দাতা ও প্রতিষ্ঠাতা সদস্যকে অবহিত পূর্বক সদস্য করা হয়েছে। সুপার মাও: শাহাদৎ হোসেন সম্পর্কে ১ নং প্রেমবাগ ইউনিয়ন চেয়ারম্যান, অভয়নগর, যশোর কর্তৃক একটি প্রত্যয়ণপত্র সংযুক্ত করা হলো। (প:পৃ:-১৩৭)	ঐ
০৫.	সুপার অত্র প্রতিষ্ঠানে যোগদানের পরেও বনগ্রাম গাইদগাছি দাখিল মাদ্রাসায় এবতেদায়ি প্রধান পদে টাকা উত্তোলন করেন।	এ বিষয়ে সুপারের লিখিত বক্তব্য ও উপস্থাপিত তথ্যে দেখা যায় তিনি বনগ্রাম গাইদগাছি দাখিল মাদ্রাসায় এবতেদায়ী প্রধান পদে যোগদান করেন ০১/০১/১৯৮৪ তারিখে এবং সর্বশেষ ৩০/০৬/২০০২ তারিখ পর্যন্ত বেতন ভাতা গ্রহণ করেন (কপি সংযুক্ত)। অত্র জিয়াডাঙ্গা দাখিল মাদ্রাসায় যোগদান করেন ০১/০৭/২০০২ তারিখে এবং এ প্রতিষ্ঠানটি এমপিওভুক্ত হয় মে ২০০৪ সালে। সুতরাং অবৈধভাবে বেতনভাতা উত্তোলন করার সুযোগ নাই।	ঐ

চলমান পাতা/২

ক্রমিক নং	অভিযোগকারীর বক্তব্য	তদন্তকারী কর্মকর্তা জনাব মো: আব্বাস উদ্দীন (সহকারী জেলা শিক্ষা অফিসার, যশোর) এর জবাব	টিএমইডি এর নির্দেশনা/প্রস্তাবনা
০৬.	সহকারী সুপার মাও: রেজাউল ইসলাম অডিট রিপোর্ট (ঞ-৫ কলামে) বিগত ৮ জুলাই ২০১৫ সালে উল্লেখিত প্রতিষ্ঠানের ছাড়পত্র অদ্যাবধি দাখিল করে নাই বা জবাব দেয় নাই।	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-৩৭.০০.০০০০.০৬৬.০১.১৩৬.১৫-৪৪৯, তাং-০৮/০৭/২০১৫ খ্রি: মোতাবেক অনুচ্ছেদ ১৫(ঞ-৫) এ বর্ণিত আছে সহকারী সুপার মাও: রেজাউল ইসলাম প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাকালীন শিক্ষক হওয়ায় আপত্তি থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। কাজেই উক্ত বিষয়ে অভিযোগের সুযোগ নেই।	অভিযোগের বিষয়ে কোন সত্যতা না পাওয়ায় তদন্তকারী কর্মকর্তার মন্তব্য অনুযায়ী অভিযোগ হতে অব্যাহতি দেয়া হলো।
০৭.	সহকারী মৌলভী মো: নিছার উদ্দিন আল আযাদ কে মৌলভী পদে বৈধ করণ আপত্তি ছিল তা ছাড়া অন্য মাদ্রাসায় শিক্ষক হিসেবে অবৈধভাবে মন্ত্রণালয়ের সমস্ত কিছু ভোগ করিতেছে (এ ৮/৭/১৫ ইং অডিট, ৫ নং এ উল্লেখ আছে)।	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-৩৭.০০.০০০০.০৬৬.০১.১৩৬.১৫-৪৪৯, তাং-০৮/০৭/২০১৫ খ্রি: মোতাবেক অনুচ্ছেদ ১৫(ঞ-৫) এ বর্ণিত আছে সহকারী মৌলভী পদে বৈধকরণ হওয়ায় আপত্তি থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। কাজেই উক্ত বিষয়ে অভিযোগের সুযোগ নেই।	ঐ
০৮.	সর্বশেষ ভুয়া অভিজ্ঞতা দেখায়ে সরকারি টাকা আত্মসাৎ করে আসছে। যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শিক্ষা মন্ত্রণালয় শাখা-৫, ০৮ জুলাই ২০১৫ ইং তারিখে পরিদর্শনে ধরা পড়ে এবং অতিরিক্ত অর্থ ১৫ দিনের মধ্যে চালানের মাধ্যমে ফেরত দেওয়ার কথা থাকলেও অদ্যাবধি তা ফেরত দেয়নি।	সুপার তাঁর লিখিত বক্তব্যে বলেছেন, ভুলক্রমে টাকা উত্তোলন করা হয়েছিল। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-নং-৩৭.০০.০০০০.০৬৬.০১.১৩৬.১৫-৪৪৯, তাং-০৮/০৭/২০১৫ খ্রি: মোতাবেক আগস্ট ২০০৪ থেকে জুন ২০০৮ পর্যন্ত তাঁর অতিরিক্ত উত্তোলিত অর্থ মোট ৮২,৫৮৯/- (বিরাশি হাজার পাঁচশত উননব্বই) টাকা চালান মাধ্যমে জমা করেন যার কোড নং-১২৫৩১০০০০২৬৭১ সোনালী ব্যাংক, কর্পোরেট শাখা যশোর, তারিখ-১৩/০৬/২০১৯ খ্রি. (সংযুক্ত)। (প:পৃ: ১১৭)	তদন্তকারী কর্মকর্তা এর মন্তব্য অনুযায়ী অতিরিক্ত গৃহীত টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করা হলেও অতিরিক্ত অর্থ উত্তোলনের জন্য সুপারকে কারণ দর্শানোর জন্য ডিজি, ডিএমই-কে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো। সেসাথে টাকা জমা হওয়ার নিশ্চিত প্রমাণক প্রেরণের জন্যও ডিজি, ডিএমই-কে অনুরোধ করা হলো।
০৯.	প্রতিষ্ঠানে এবতেদায়ী হিসাবে কর্মরত ছিলেন। বর্তমান প্রতিষ্ঠানে সুপার পদে এসে যখন এমপিও হলো তখন প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ব্রডশীট জবাব প্রেরণকালে তার অভিজ্ঞতা দেখানোর জন্য পূর্ব প্রতিষ্ঠানের এমপিও কপি থেকে তার নামের আগে এফবি মুছে দিয়ে সহকারী মৌলভী দেখিয়ে ৩৪০০ টাকার অবৈধ স্কেল গ্রহণ।	জনাব শাহাদাৎ হোসাইন বনগ্রাম গাইদগাছি দাখিল মাদ্রাসায় এবতেদায়ী প্রধান পদে যোগদান করেন ০১/০১/১৯৮৪ তারিখে এবং সর্বশেষ ৩০/০৬/২০০২ তারিখ পর্যন্ত বেতন ভাতা গ্রহণ করেন (কপি সংযুক্ত)। জনাব শাহাদাৎ হোসাইন জিয়াডাঙ্গা আহমাদিয়া দাখিল মাদ্রাসায় প্রতিষ্ঠাকালীন সুপার হিসেবে গত ০১/০৭/২০০২ তারিখে যোগদান করেন। প্রতিষ্ঠানটি এমপিওভুক্ত হয় মে ২০০৪ সালে। প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির পর আগস্ট ২০০৪ তারিখে জনাব শাহাদাৎ হোসাইন সুপার পদে এমপিওভুক্ত হন।	অভিযোগের বিষয়ে কোন সত্যতা না পাওয়ায় তদন্তকারী কর্মকর্তার মন্তব্য অনুযায়ী অভিযোগ হতে অব্যাহতি দেয়া হলো।
১০.	২০১০ সালে উচ্চতর স্কেল প্রাপ্তির জন্য জেলা শিক্ষা অফিসার এর নিকট আবেদন করেন। কিন্তু শিক্ষা অফিসার তার কাম্য অভিজ্ঞতা না থাকায় উচ্চতর স্কেল পাবেন না বলে আবেদন পত্র ফেরৎ দেন। তিনি জেলা শিক্ষা অফিসারের স্বাক্ষর জাল করে ১৫০০০ টাকার স্কেল গ্রহণ করেন। যাহা সম্পূর্ণ অবৈধ এবং রাষ্ট্রবিরোধী।	সুপার জনাব মো: শাহাদাৎ হোসাইন বলেন- 'জেলা শিক্ষা অফিসারের স্বাক্ষর জাল করার অভিযোগ সঠিক নয়। কারণ উক্ত স্কেল প্রাপ্তির জন্য সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র আমি সরাসরি মহাপরিচালক, মাউশি, ঢাকা বরাবর জমা দিই। সে মোতাবেক স্কেল প্রাপ্ত হই'।	তদন্তকারী কর্মকর্তা এর মন্তব্য অনুযায়ী জেলা শিক্ষা অফিসারের স্বাক্ষর জাল করার অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় অব্যাহতি দেয়া হলো।
১১.	২০০৮ সালে স্কেল ৪৩০০/৬৮০০ স্কেলে যদি ফেরত যোগ্য হয় ৭৬,১৫৭/- তা হলে বর্তমানে ২০১৬ ইং সাল পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে যে অবৈধ স্কেল গ্রহণ করেছেন তাতে কত লক্ষ টাকা ফেরত দিতে হবে তার হিসাব করে দেখার জন্য অনুরোধ করা হলো।	সুপার আগস্ট ২০০৪ পর্যন্ত মোট ৮২,৫৮৯ টাকা (মন্ত্রণালয়ের হিসাবের পর অতিরিক্ত ০৩ মাসসহ) চালানের মাধ্যমে জমা দিয়েছেন। চালান নং-৭৩৫, তারিখ: ১৩.০৬.২০১৯। জুলাই ২০০৮ থেকে জুলাই ২০১৬ পর্যন্ত বর্ধিত স্কেলে বেতন ভাতাদি উত্তোলন করেননি মর্মে জানান। আগস্ট ২০১৬ থেকে পূর্ব অভিজ্ঞতাপূর্ণ হওয়ায় ২৯,০০০/- টাকার স্কেলে (গ্রেড: ০৭) বেতন-ভাতাদি উত্তোলন করেছেন (প:পৃ: ১১৭)	তদন্তকারী কর্মকর্তা এর মন্তব্য অনুযায়ী অতিরিক্ত গৃহীত টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করা হলেও অতিরিক্ত অর্থ উত্তোলনের জন্য সুপারকে কারণ দর্শানোর জন্য ডিজি, ডিএমই-কে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো। সেসাথে টাকা জমা হওয়ার নিশ্চিত প্রমাণক প্রেরণের জন্যও ডিজি, ডিএমই-কে অনুরোধ করা হলো।

০৪. এমতাবস্থায়, উপরিউক্ত ছকের কলাম ৪ এ বর্ণিত প্রস্তাবনা অনুযায়ী গৃহীত কার্যক্রমের তথ্যাদি আগামী ২৪.০৩.২০২০ খ্রি. তারিখের মধ্যে TMED-তে আবশ্যিকভাবে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য মহোদয়কে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

০৫.০৩.২০
(নূরজাহান বেগম)
সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট)
ফোন : ৯৫৭৫২৭২

মহাপরিচালক,
মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর
গাইড হাউস (৭ম এবং ১০ম তলা),
নিউ বেইলি রোড, রমনা, ঢাকা-১০০০।

অনুলিপি (সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো):

১. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২. সিস্টেম এনালিষ্ট, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা। (এ বিভাগের ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৩. সুপার, জিয়াডাঙ্গা আহমাদিয়া দাখিল মাদ্রাসা, অভয়নগর, যশোর।
৪. অধ্যক্ষ, জিয়াডাঙ্গা আহমাদিয়া দাখিল মাদ্রাসা, অভয়নগর, যশোর।
৫. অতি:সচিব (অডিট ও আইন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৬-৭. অফিস কপি/ মাষ্টার কপি।